বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর কর্মকান্ড

- সেবা প্রত্যাশী জনগণের সুবিধার্থে ১৯৯৭ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলায় বিআরটিএ'র নতুন সার্কেল অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়
- ভুয়া/জাল/নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স রোধে ১৯৯৯ সালে পেপার বুক ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরিবর্তে হলোগ্রামযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়
- ঢাকা মহানগরীতে পরিবেশ-বান্ধব, মানসম্মত ও সহজলভ্য যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস নীতিমালা-১৯৯৮ প্রণয়ন এবং এই নীতিমালার ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরীতে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়
- আন্তর্জাতিক কনভেনশন অন ট্রাফিক সাইন এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ২০০০ সালের মার্চ মাসে মোটরযান অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর ৯ম তফসিল প্রতিস্থাপনপূর্বক যুগোপযোগী ট্রাফিক সাইন, সিগনাল ও রোড মার্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়
- মোটরযান বিধিমালা-১৯৪০ সংশোধনপূর্বক বিশ্বের অন্যান্য দেশের মোটরযানের বিভিন্ন পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের মোটরযান পরিমাপ প্রমিতকরণ করা হয়
- বিআরটিএ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ সহজলভ্য ও দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সনে মাল্টিইউজার ওয়েববেজড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর কর্মকান্ড

- ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান স্টেট ক্রেডিট এর আওতায় ৭৩.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত থেকে ২০৫টি দ্বিতল বাস সংগ্রহ করা হয়
- সুইডেনের উন্নয়ন সংস্থা Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) এর অর্থায়নে ৫৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৯-০১ সময়ে সুইডেন থেকে ৫০টি আধুনিক ভলভো দ্বিতল বাস সংগ্রহ করা হয়
- ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিআরটিসি কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে ১২.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে ৬১টি বাস সংগ্রহ করা হয়
- ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ে Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE) এর মাধ্যমে ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুরস্থ বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন করা হয়

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (তৎকালীন গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট প্লানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন বোর্ড) এর কর্মকান্ড

- ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং নিরাপদ সমন্বিত যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট প্লানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (GDTPCB) গঠন করা হয়
- GDTPCB এর আওতায় Dhaka Urban Transport Project (DUTP) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়
- ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে GDTPCB-কে বিলুপ্ত করে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন-২০০১ জারী করা হয়
- ১৬.০৪.২০০১ তারিখ হতে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
উন্নয়নের ৫ বছর
১৯৯৬-২০০১

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.rthd.gov.bd

সেপ্টেম্বর ২০১৫

ভূমিকা

যে কোনো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়ন। আবার, উন্নত ও টেকসই যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের উপর নির্ভর করে শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতি। বিগত ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সড়ক পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ খাতে গ্রহণ করা হয় ব্যাপক কার্যক্রম। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও পরিবর্তনের নতুন ধারা সূচিত হয়। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচীর সংস্থাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর কর্মকান্ড

- ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে লালনশাহ সেতুর (পাকশী সেতু) বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা হয়
- ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ডেমরা-নরসিংদী সড়ক হতে পূর্বাচল নতুন শহর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রাম-বারৈয়ারহাট অংশের বিকল্প সড়ক হিসেবে চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-হিয়াকো-বারৈয়ারহাট সড়কের ফটিকছড়ি থেকে হিয়াকো পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে হার্ডিঞ্জ রেল সেতুতে ব্রীজ ডেক পুনঃস্থাপন ও এ্যাপ্রোচ সড়ক পুনঃনির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ভৈরব বাজারে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু (দ্বিতীয় মেঘনা সেতু) নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ এবং ঢাকা রিংরোড নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বোদা-দেবীগঞ্জ সড়কের ২৪তম কিলোমিটারে ৭৭.৪০ মিটার দীর্ঘ করতোয়া সেতু (৪র্থ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু) নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কের ১৮তম কিলোমিটারে নারায়ণগঞ্জ জেলায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ১৫৯.৫২ মিটার দীর্ঘ লাঙ্গলবন্দ সেতু নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ঢাকা-মাওয়া সড়কের ১২তম ও ১৩তম কিলোমিটারে ধলেশ্বরী নদীর উপর ২৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ ধলেশ্বরী-১ ও ৩৮৫.০০ মিটার দীর্ঘ ধলেশ্বরী-২ সেতু নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে দেশব্যাপী জরাজীর্ণ বেইলী সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ২৫০০০ ফুট (৭৬২২ মিটার) পরিবহনযোগ্য ইস্পাত সেতু সংগ্রহ করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নির্মিত মেঘনা সেতুর রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ভাংগা-মাওয়া সড়কে আড়িয়াল খাঁ সেতু নির্মাণ এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর খুরশীদ মহল সেতু নির্মাণ করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই/সমীক্ষা ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা হয়
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে পর্যটন শহর কুয়াকাটার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পটুয়াখালী-আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের পটুয়াখালী-খেপুপাড়া অংশের কাজ সমাপ্ত করা হয়
- ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিনবাজার হতে সাভার পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ করা হয়
- ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৫টি সেতু পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০৯ মিটার দীর্ঘ মাড়ীখালী, ২১৬ মিটার দীর্ঘ আষাঢ়ীয়ার চর-১, ৯০ মিটার দীর্ঘ আষাঢ়ীয়ার চর-২, ১৮০ মিটার দীর্ঘ ভাটের চর এবং ৯০ মিটার দীর্ঘ মধ্য বাউশিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সিলেট শহর (রেল ষ্টেশন) বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বগুড়া শহর ২য় বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়
- ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে রুপসা নদীর উপর রোড কাম রেল সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে জয়দেবপুর-টাংগাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে মুক্তারপুর সেতু ও বছিলায় ৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু এবং ডেমরায় সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে দ্বিতীয় সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুসমূহের পুনর্বাসন সম্পন্ন করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ১৪৪তম কিলোমিটারে বাঁকখালী নদীর ভাংগন থেকে মহাসড়ক রক্ষার জন্য লুপকাটিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের অধীনে নাটোর বাইপাসসহ দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী-নবাবগঞ্জ সড়কের ১৫৯.২৫ কিলোমিটার পুনর্বাসন ও প্রশস্তকরণ করা হয়
- ২০০০-০১ অর্থবছরে সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের অধীনে সৈয়দপুর বাইপাসসহ রংপুর-সৈয়দপুর সড়কের ৪৩.৪২ কিলোমিটার পুন:নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ করা হয়